সোনার কুকুর
শ্যামলকান্তি দাশ

সোনার কুকুর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছ, বিকালবেলা
মাঝে মাঝে তার সোনার চেন ধরে
যখন আলতো করে টান মারছ
সে তখন আকার প্রকার বোঝে না,
ঘেউ ঘেউ করে আমার দিকে তেড়ে আসছে।
ভয়ে মরে যাওয়ার বদলে আমি হেসে উঠি—
এ তো সাধারণ ঘেউ ঘেউ নয়,
কুকুর মহাশয়ের গলা থেকে যেন সোনা ঝরছে।

সত্যি বলতে কি, এত স্বর্ণরশ্মিতে
আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায় -
অসাড় হয়ে যায় পা,
আমি এখন কোন্ সুরম্য রাজপ্রসাদের দিকে
দৌড়ে পালাব, বলো তো কাঞ্চনকন্যা?

ঠিক তখনি...
ধনঞ্জয় ঘোষাল

ব্রীজের নীচে মরা রোদে অজয় নদী নিজের রূটে
ঠিক তখনি খঞ্জিরা - মন বুকের ভিতর উঠল ফুটে
ঠিক তখনি গুবগুবিতে আধখানা যেই গান ঝুলেছে
মেঘের মুকুট মাথায় নিয়ে নদীও তখন হাই তুলেছে।

একতারাতে ঝুলছে আকাশ ঝুলছে তোমার স্পষ্ট ছবি
মেঘের বুটিক দেখতে যাবে ক্লান্ত দুপুর কিংবা কবি
ঠিক তখনি নূতন কোনো গ্রিটিংস কার্ডে তোমার মুখ
নদীর কোনো দরজা নেই এটাই নাকি ভীষণ সুখ।

ফকির - জীবন দিয়ে আমি ডাকছি তোমায় নদীর তীরে
যদিও তুমি শ্যামবাজারে দাঁড়িয়ে আছ অথৈ ভীড়ে
ডাকছি তবু এটাও জানি সামনে আমার চক্রব্যুহ
জয়দেবেতে আসবে তুমি দোতারা - মেঘ পম্পা গুহ?

প্রতীক্ষা
নীলোৎপল গুপ্ত

তুমি শান্ত থাকতে বলেছিলে
আমরাও রয়েছি তেমনি
হাতে পায়ে দূরন্ত পেরেক, শর এসে বিঁধে যাচ্ছে বুকে
তবু দেখো, মুখে মুখে হাসিটি অম্লান
সহনশীল হতে বলেছিলে, মৃত্যুশীল হয়ে গেছি কবে
মেঘে মেঘে খসে পড়ে বৃষ্টিগুলি অ্যাসিডের মতো
জলও বাষ্প হল সমান সবেগে
মৃত সব শিশুদের মুখের বিষাদ নিয়ে জেগেছে আকাশ
এসময় কোন দিকে যাবো?।
শুধু তোমার অভয় মুদ্রাটুকু বুকে নিয়ে বসে আছি
মাটির দুয়ারে

আষাঢ়, ১৪১৫
রথীন কর

এবার মেঘম্বনে আষাঢ় এসেছে
কালিদাসের কালের মতো
আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
এবার আষাঢ়ে নদী বেগবতী হবে
এবার আষাঢ়ে জলাশয়ে মৎস্যকন্যা
ঋতুমতী হবে
এবার আষাঢ়ে কুমারী মৃত্তিকা
ফলবতী হবে।
জড়মাটিতে জলদ মেঘেরা
সিঞ্চন করে নবীন জীবন
মাটিও রমনীর মতো সোহাগ চায়
নিবিড় বর্ষণের আলিঙ্গন চায়
শস্যবীজে নিষিক্ত হয় জরায়ু
জড়ের দেহে লেগেছে জীবন - জোয়ার

এক-পা দু-পা করে জীবন এগিয়ে যায়

এবার বর্ষা - জীবন আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।